কর্মবিরতির পর এবার ‘কমপ্লিট শাটডাউনে’ যাচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৮:২২, ২ ডিসেম্বর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত।

লাগাতার কর্মবিরতি ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের পর তিন দফা দাবিতে এবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা করেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে সারাদেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। একইসঙ্গে শিক্ষকরা উপজেলা বা থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) অফিসের সামনে অবস্থান নেবেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দিন মাসুদ জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, “দেশজুড়ে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। আন্দোলনে বাধা দেওয়া হয়েছে, অনেককে হেনস্তা করা হয়েছে। তাই আমরা সম্পূর্ণ বিদ্যালয় শাটডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাত ৭টায় ভার্চুয়াল বৈঠকে এ ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হবে।”

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে বর্তমানে ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন লাখ ৮৪ হাজারের বেশি শিক্ষক কর্মরত আছেন—যার বড় অংশই সহকারী শিক্ষক।

প্রধান শিক্ষকরা ইতোমধ্যে দশম গ্রেডে উন্নীত হলেও সহকারী শিক্ষকরা ১৩তম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন। এ বৈষম্য দূর করতে তারা দীর্ঘদিন ধরে গ্রেড উন্নীতকরণের দাবি জানিয়ে আসছেন।

গ্রেড উন্নয়নের দাবিতে গত ৮–১১ নভেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। সে সময় পুলিশের হামলায় দেড় শতাধিক শিক্ষক আহত হন। পরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে শিক্ষকরা কর্মস্থলে ফেরেন। তবে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় ২৭ নভেম্বর থেকে আবারও তারা কর্মবিরতিতে যান।

সহকারী শিক্ষকদের তিন দফা দাবি হলো—

- দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ,
- ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড সমস্যার সমাধান,
- শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি নিশ্চিত করা।

তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দশম গ্রেড দিতে অনীহা প্রকাশ করে আপাতত ১১তম গ্রেডের সুপারিশ করেছে। শিক্ষকরা অন্তত সেই প্রতিশ্রুতি —অর্থাৎ ১১তম গ্রেডে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন—চাইছেন।